খুলনা ভার্সিটিতে ছাত্র ও যুবলীগ ক্যাডারদের হামলা ও হুমকিতে ছাত্র-ছাত্রীরা আতঙ্কিত

খুলনা ব্যুরো ঃ নগরীতে আশ্রয় নেয়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত বিতাড়িত ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন অবৈতনিক কর্মকর্তার মদদপুষ্ট আওয়ামী ছাত্র যুবলীগের ক্যাডারদের চোরাগুপ্তা হামলা ও হুমকির মুখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। গত দু'দিনে কমপক্ষে ১০ জন ছাত্র হামলার শিকার হয়েছে– একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নগরীর একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নগরীতে আশ্রয় নেয়া ছাত্ররা অভিযোগ করেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন অবৈতনিক কর্মকর্তার পুত্র ও সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত একজন পুলিশ কর্মকর্তার পুত্রের নেতৃত্বে ছাত্র ও যুবলীগের মুখচেনা ক্যাডাররা নগরীর নিরালা, গল্লামারী, ময়লাপোতাসহ বিভিন্ন স্থানে চোরা-গোপ্তা হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ১০ জন ছাত্রকে আহত করেছে। এরমধ্যে পরিবেশ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের কবীর, নগর উন্নয়ন ডিসিপ্লিনের সোহেল

৩ এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

খুলনা ভার্সিটিতে হামলা-হুমকিতে ছাত্র-ছাত্রীরা আতংকিত

৮-এর পৃষ্ঠার পর

তাহশিল অন্যতম। অন্যরা নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়েছে। গুরুতর আহত কবীরকে একটি ক্লিনিকে মুমূর্ষু অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে। মারপিট করার পর সন্ত্রাসীরা অস্ত্র উঁচিয়ে হুমকি দিয়েছে, "খুলনা থাকলে হয় লাশ হতে হবে– না হয় কেস খেতে হবে। রাজ্জাক স্যারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করলে পরিণতি ভাল হবে না।" তারা আরো অভিযোগ করেছে যে, নিরালা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে সন্ত্রাসীরা যখন মারধর করছিল তখন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আতঙ্কিত ছাত্র-ছাত্রীরা জানায়, তারা এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাদের শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই অরাজক পরিস্থিতির আশু সমাধান ও ক্যাম্পাস খুলে দেয়ার দাবী জানায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি এম এম নজরুল ইসলাম ইনকিলাবকে জানান, ছাত্রদের আহত হওয়ার ঘটনা তিনি জানেন। তিনি এসব ঘটনা দুঃখজনক আখ্যা দিয়ে বলেন, তিনি ঘটনাটি খতিয়ে দেখবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, বর্তমান ভিসি একজন অবৈতনিক কর্মকর্তার হাতে এখন জিম্মি। ভিসি এখনো ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জনপ্রিয়। কিন্তু ঐ কর্মকর্তা কৌশলে নিজ স্বার্থ হাসিল করতে ভিসিকে ব্যবহার করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রায় দেড়শ' দলীয় ক্যাডারকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদে অস্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকেই। মূলত এই সকল ক্যাডারদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী। তারা একজন কর্মকর্তার অঙ্গুলীহেলনে কাজ করে যাচ্ছে। ভিসি এদের হাতেই জিম্মি।

এদিকে মহানগরী জামায়াতে ইসলামী এক বিবৃতিতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

জামায়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রীদের আবাসন সঙ্কট নিরসনে কর্তৃপক্ষের চরম ব্যর্থতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন পদস্থ শিক্ষক-কর্মকর্তার রাজনৈতিক দলীয়করণের হীনমানসিকতায় কর্মচারীদের একাংশকে ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী মহনগর নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন আমীর অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, সহ-সম্পাদক মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী এবং শেখ আব্দুল ওয়াদুদ।

জামায়াত নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সমাধান করে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবী জানান।

এদিকে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট মহানগর শাখার এক সভায় সন্ত্রাসী ও পুলিশ দিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রাবাস ত্যাগে বাধ্য করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, তথাকথিত ছাত্র রাজনীতিমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কারণে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশাসন দাবীর প্রতি কোন সময়ই সহানুভূতি দেখায়নি। এবারও কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবীর প্রতি অবহেলা দেখায় এবং আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেয়। একই সাথে বহিরাগত সন্ত্রাসী ও পুলিশ দিয়ে ছাত্রাবাস থেকে জোর করে তাড়িয়ে দেয়। এসব ঘটনায় নেতৃবৃন্দ তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানান। নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন– ছাত্রনেতা তুহীন শুভ্র চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন, শাহীন আক্তার, কোহিনুর আক্তার কণা, রকিবুল ইসলাম, তানিয়া ঝুমুর প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি ও শিক্ষকদের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবী জানান।